যুবরাজ

(একটি রাজনৈতিক উপাখ্যান)

যুবরাজ রামের বনবাসকালীন সময়ে ভরত যখন পিতা দশরথের মৃত্যুতে রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন তখন রামের খড়ম যুগল লইয়া আসিয়া সিংহাসনে রাখিয়া রাজ্য পরিচালনা করিতেন। যুবরাজ রাম ছিলেন বিষ্ণু-ব্রহ্মার অবতার। রামের বৈমাত্রেয় ভাই ভরতের চরিত্রও অনুস্মরণীয়। ত্রেতাযুগের এই কাহিনীর অবস্থা কলিযুগে কেমন দাঁড়াইতে পারে?

সে কি কথা, কলিকালেও এই ধরনের কাহিনীর অবতারণা হইতে পারে নাকি? হ্যা, খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে, বাংলাদেশেই পাওয়া যাইবে। তবে কলিকালের যুবরাজ, বিষ্ণু অবতার না হইয়া রাবনাবতার হইয়া গিয়াছে। বনবাসে থাকা এই রাবনাবতারের খড়ম জোড়া লইয়া আসিয়া র্বতমানের ভরতেরা সিংহাসনে না রাখিয়া নিজেরাই পায়ে লাগাইয়া অভদ্রের মত অযথা খটর খটর শব্দ তুলিয়া মানুষের মনে বিরক্তি উদ্রেক করিয়া চলিয়াছে। র্বতমানের এই খরমওয়ালারা কাহাকে বাঁচাইবার উদ্দ্যেশ্য লইয়া এইরূপ খটর খটর শব্দ তুলিতেছে তাহার অনেকটাই এখন বোধগম্য। তাহাদের জনক মহদোয় আড়াই বছর কারফিউ জাড়ি করিয়া দেশ শোষণ করিয়া স্বৈরাচারের জনক হিসাবে ইতিহাসে নিজের অবস্থান পরিপক্ক করিয়াছে, আর বিনা বিচারে ১৭০০০ মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুদণ্ডের প্রসঙ্গ এইখানে নাই বা তুলিলাম। অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য যে, সকল কালের রাজত্বে, ক্ষমতার প্রভাব খাটাইয়া ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করিবার কৈকীয়দের মত চরিত্রসমুহের অভাব ছিল না।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতায় আসিয়াই মদ-জুয়া সব বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। অন্যদিকে খড়মওয়ালাদের জনক ক্ষমতা দখল করিয়াই "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম" বলিয়া মদ-জুয়াকে বৈধতা দান করিয়াছে, আর তাহার উত্তরসুরি যুবরাজ শুধু হাওয়া ভবন বা খোয়াব ভবনে বসিয়া হাওয়া খাইয়া এবং খোয়াব দেখিয়া বেড়াইয়াছে তাহা তো নহে বরং মিঃ ১০% হিসেবে খ্যাতি লাভ করিয়া ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। যাহারা এখন পর্যন্ত জুয়া-মদ-টেন্ডারবাজিতে ধরা পরিয়াছে তাহদের অতীত দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় তাহারা অতীতে কোন যায়গা গুলিতে খাজনা পাঠাইয়া অপকর্ম সমুহ সাধন করিয়াছে। র্বতমানেও তাহাদের যুবরাজের রাজকীয় চালচলনের উৎস কোথায় তাহা লইয়া আমাদের মত সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগিবেই।

রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে আজি হইতে প্রায় তিন বছর আগেই এই চক্রকে ভাঙ্গিয়া দিবার নির্দেশ দেওয়া সত্বেও দায়ী ব্যক্তিবর্গের যথাযথ জায়গাগুলো খুঁজিয়া বাহির করিয়া খাজনা পাঠাইবার কারণে কোন কাজ হয় নাই বলিয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব উদ্যোগে র্বতমান অভিযান শুরু হইয়াছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অতীতেও দূর্নীতির জন্য দায়ীদের জাত-পাত-দল-মত নির্বিশেষে কাহাকেও ছাড় দেন নাই, ভবিষ্যতেও দিবেন না। আপনাদের খরমে খটর খটর শব্দ তুলিয়া যতই বিরিক্তি উৎপাদন করিয়া যাহাকে বা যাহাদের বাঁচাইবারই চেষ্টা করেন না কেন, এই অভিযান থামিবে না তাহা সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে।

আপনারাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন, আপনারাও আপনাদের জনকের লেঞ্জা ধরিয়া মদ-জুয়াকে নিজস্ব স্বার্থ হাসিলের লক্ষে খাজনা খাইয়া উটপাখির মত বালিতে মুখ গুজিয়া মনে করিয়াছিলেন কেহই আপনাদের এই অপকর্ম সমুহ দেখিতেছেনা। এখন বুঝিতেছেন, কেঁচোর জন্য খোঁড়া গর্ত হইতে সাপ বাহির হইয়া আসিবার সময় সমাগত। আমার ধারনা, আপনাদের নাম আসিলে যাহাতে ইহাকে রাজনৈতিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই কারণে আগেই তোতলামি শুরু করিয়াছেন।

চোর-ছেঁচড়-ছিঁচকে-সিধেলেরা কখনও কোন দলের হইতে পারে না, এই নীতিতে যদি আপনাদের আস্থা থাকে, তাহা হইলে আপনাদের গঠনতন্ত্র আগের অবস্থানে ফিরাইয়া আনিয়া, বর্মানের এই অভিযানের সাফল্য কামনা করিলে ভাল করিবেন।